জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন

বুলেটিন নং—১. বৃহস্পতিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ ইং

আবেদন

গিরি নন্দিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষী জুম্মদের অস্তিত্বের প্রশ্নে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ধ্বজাধারী একমাত্র রাজনৈতিক জুম্ম সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি বিগত দীর্ঘ ১৮ বৎসর যাবৎ এ আন্দোলনে লিপ্ত ও চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বৃহৎ জাত্যাভিমানী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, ধর্মান্ধ, অগণতান্ত্রিক ও জুম্ম বিদ্বেষী বাংলাদেশ সরকার অদ্যাবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এবং জুম্ম নিধন, উচ্ছেদ ও ধ্বংস সাধনের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জাতির আন্দোলনের বিরুদ্ধে চরম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি এ যাবৎ বিভিন্ন লিফলেট, বুকলেট ও স্মরণীকার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের ঘৃন্য ষড়যন্ত্র, জঘন্য পরিকল্পনা ও নির্মম পদক্ষেপের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরে আসছে। এ বারের "জুম্ম সংবাদ বুলেটিন" আরও এক নুতন বার্তাবহ। আশা যে "জুম্ম সংবাদ বুলেটিন" জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ও সরকারের জঘন্য কার্যকলাপের তথ্যাবলী প্রচারে সক্ষম হবে এবং দেশ প্রেমিক জুম্ম ও বাংলাদেশের তথা বিশ্বের সকল মানবতাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি নাগরিক সাহার্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

ভারতীয় সংখ্যালঘু কমিশন সদস্যের আগরতলা সফর

আগরতলা, ৬ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য শ্রীমৎ ধর্মবীরিয় মহাথেরো এক দিনের সফরে আজ ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় আগমন করেন। বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান রাজ্য সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। আগরতলা ভিত্তিক মানবিক সুরক্ষা ফোরামের (এইচ, পি, এফ) সভাপতি শ্রী ভাগ্য চন্দ্র চাকমাও অভ্যর্থনার সময় বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমৎ মহাথেরো আগরতলায় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রী শ্যামল প্রসাদ ঘোষ (চীপ সেক্রেটারী) শ্রী এস, আর, নন্দী (রিলিফ সেক্রেটারী) সহ বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে ত্রিপুরায় অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরনার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে শিক্ষা সমস্যার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, যেহেতু ভারতে অবস্থানরত তিব্বতীয় শরনার্থীরা ভারতে ব্যবসা বানিজ্য ও শিক্ষা সব রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরনার্থীদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। তিনি এ সকল শরনার্থী ছেলেমেয়েরা যাতে আগামী শিক্ষা বর্ষ হতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ত্রিপুরা সরকারের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া তিনি এ সকল শরনার্থীদেরকে সব রকম সুবিধা দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১০ লক্ষ টাকার একটা শিক্ষা প্রকল্প পেশ করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদেরকে বলেন। এ শিক্ষা প্রকল্প মঞ্জুরের ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জোর প্রচেষ্টা ও সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

শ্রীমৎ মহাথেরো ১৯৯০ সনে ভারতীয় সংখ্যা লঘু কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত কর্ত্তালা তাঁর জন্ম স্থান। তিনি দার্জিলিং কৃপাচরণ বুদ্ধিষ্ট মনাস্ট্রি, কৃপচরণ অনাথ আশ্রম, সিকিমে অতীশ দীপংকর অনাথ

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

ভারত বাংলাদেশ বৈঠক

রামগড়, ১১ই ফেব্রুয়ারী-বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলাস্থ রামগড়ে-পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশের জেলা পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ রামেশ্বর রাও। অপর দিকে ৭ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মিঃ শামসুল করিম। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিবৃন্দ পর্বতা চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক বলে দাবী জানান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা গঠনের মাধ্যমে উপজাতীয়দের /জুম্মদের এক প্রকার স্বায়ত্ব শাসন প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। তারা আরো বলেন যে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আগামী সংসদীয় নির্বাচনের আগে শরনার্থীদের দেশে ফেরত নিতে প্রস্তুত এবং জুম্ম শরনার্থীরা দেশে ফিরে গেলে তাদেবকে ভোট দিতে দেওয়া হবে, তাদের বেদখলকৃত জমি ফেরত বা অন্যত্র পুনর্বাসন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে তারা শরনার্থীদেরকে পরিবার পিছু ১৫০০/-টাকাও ৬ মাসের রেশন দেওয়ার কথা ঘোষনা করেন। প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তারা তেইন্দং তবলছড়ি ও মন্দির ঘাট এই তিন রুটের মাধ্যমে শরনার্থীদের গ্রহনের কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বৈঠকে যোগদান করলেও এই বৈঠকে জুম্ম শরনার্থী নেতৃবৃন্দ যোগদান করেননি। বৈঠকে যোগদান না করার ব্যাপারে শরনার্থী নেতৃবৃন্দ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এই বৈঠক ছিল দুই সরকারের মধ্যে। সেখানে শরনার্থী পক্ষের যোগদান সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ ছিলনা। এ বৈঠকে শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নি।

শরণার্থী নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

আগরতলা ১২ই ফেব্রুয়ারী—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রামগড়ে অনুষ্ঠিত ভারত বাংলাদেশ বৈঠকে যোগদান না করার কারণ বিশ্লেষণ করে শরনার্থী নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতি প্রদান করেন। সাত জনের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে শরনার্থী নেতৃবৃন্দ তাদের যোগদানের অপারগতার জন্য নিম্নের ৬টি কারণ উল্লেখ করেন।

১) উক্ত বৈঠকটি ভারত ও বাংলাদেশের এক দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ছিল এবং শরনার্থী নেতৃবৃন্দকে বৈঠকে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আহ্বান করা হয়নি।

২) উক্ত বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল "আসন্ন ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সংসদীয় নির্বাচনের আগে শরনার্থীদের প্রত্যাবর্তন" যা শরনার্থীদের কোন ভাবে গ্রহণ যোগ্য ছিল না।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা প্রয়োজন বলে শরনার্থীরা মনে করেন।

৪) নির্বাচনের পূর্বে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও পার্বতা চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সম্ভব, এটা কোন ভাবে আশা করা যায় না।

৫) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বলতে কেবল মাত্র ভোট দেয়া বুঝায় না। এতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অধিকারকেও বুঝায় যা শরনার্থীদের পক্ষে এ নির্বাচনে ভোগ করা কোন ভাবে সম্ভব নয়।

৬) এ বৈঠকে শরনার্থী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি কেবল মাত্র বিশ্ব জনমতকে ভুল পথে চালিত করতে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে কোন ফল দায়ক হবে না।

বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পার্বতা চট্টগ্রামে সেরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। যেহেতু প্রাক্তন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার যে দমন নীতি গ্রহণ করেছিল সেই গুলির কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। তাই পার্বতা চট্টগ্রামের পরিস্থিতি পূর্বের মত অস্বাভাবিক রয়ে গেছে। তদুপরি গত ৩০/১২/৯০ তারিখে বর্তমান অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ঘোষনা করেন যে, পার্বতা চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে তার সরকার কোন নীতির পরিবর্ত্তন করবে না। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে রাজ্য সরকারের বৈঠক

আগরতলা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—রাজ্য সচিবালয়ে শরনার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে রাজ্য সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জানা গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার এ বৈঠক ডেকে ছিলেন। বৈঠকে শরনার্থী নের্তৃবৃন্দকে স্বদেশে ফিরে যেতে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমার নের্তৃত্বে এগার জন শরনার্থী নের্তৃবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্ব প্রথম বিদ্যুৎ রাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ রবীন্দ্র দেববর্মা শরনার্থী নের্তৃবৃন্দকে স্বদেশ ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত সরকার মানবিক কারণে জুম্ম শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল। এখনও সেই সহানুভূতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে সেখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। ঐ প্রস্তাবে শরণার্থীদের সাড়া দেওয়া উচিত। তিনি আরো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, ভারত সরকারের পক্ষে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শরণার্থীদের দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। তাই-এবারের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করা উচিত। বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বক্তব্যের পর কৃষিমন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ও শরণার্থী নের্তৃবৃন্দকে উদ্ভূত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনিও স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য শরণার্থী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান। মূখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারও কিছুক্ষণের জন্য বৈঠকে উপস্থিত হন। তিনিও শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে একই আহ্বান রাখেন।

উক্ত বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অনুরোধের প্রেক্ষিতে শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা নিজ বক্তব্য রাখেন। তিনি প্রথমে অসহায় জুম্ম শরণার্থীদের অশ্রায় দেয়ার জন্য ভারত সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "আমরা স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে আসিনি। বাংলাদেশ সরকারের অত্যাচার হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আশ্রয় নিয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা স্বদেশে ফিরে যাবো।" সম্প্রতি রামগড়ে অনুষ্ঠিত ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। প্রাক্তন স্বৈরাচারী সরকারের গৃহীত দমনমূলক পদক্ষেপগুলি পার্বত' চট্টগ্রামে এখনও বিদ্যমান। সেখানে বাংলাদেশ সরকার এখনও উৎপীড়ন ও দমনমূলক কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। তাই জুম্ম শরণার্থীদের জীবনের নিশ্চয়তা, পুনর্বাসন, বেদখলকৃত জমি ফেরত, বহিরাগতদের সরিয়ে নেওয়া, সকল দমনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ, অতিরিক্ত সামরিক বাহিনী সরিয়ে নেওয়া তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হওয়ার আগে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কোন ভাবে সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধানের আগে জুম্ম শরণার্থীদের ফিরে যাওয়া মানে নির্ঘাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৮১ সালে ত্রিপুরা ও ১৯৮৪ সালে মিজোরাম হতে প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীদের চরম পরিনতির কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন।

উক্ত বৈঠকে শরণার্থী প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা, শ্রী রবীন্দ্র নাথ চাকমা, শ্রী অনিরুদ্ধ চাকমা, শ্রী সুরেশ কান্তি চাকমা, শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান, শ্রী রামেন্দু বিলাস চাকমা শ্রী প্রভাকর চাকমা, শ্রী যুগান্তর চাকমা, শ্রী হেমন্ত বিকাশ চাকমা, শ্রী রবিমোহন চাকমা ও শ্রী পূর্ণ মোহন চাকমা। আর রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তা হলেন এস, আর নন্দী (রিলিফ সেক্রেটারী) রামেশ্বর রাও (ডি, এম, দক্ষিন) সতীশ শর্মা (শিক্ষা কমিশনার) ললিত কুমার গুপ্ত (এস, ডি, ও, অমরপুর) ও এ, সি পাল (সি, ও, করবুক)।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক : জুম্ম শরণার্থীদের দেশে ফেরা অনিশ্চিত

উদয়পুর, ১৮ই ফেব্রুয়ারী—আজ এখানে ভারতে অবস্থানরত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে ভারত বাংলাদেশ ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ত্রিপুরার ডি, এম শ্রী জি, রামেশ্বর রাও ও ৭ জন সরকারী কর্মকর্তা সহ ১০ জন উপ জাতীয় বাংলাদেশ প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব দেন খাগড়াছড়ি জেলার ডি, সি, মোঃ শামসুল করিম। বৈঠকে ১২ জন জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের শুরুতে ভারতীয় দলের প্রধান তিন পক্ষের সকল সদস্যের পরিচিতি প্রদান করেন এবং রামগড় বৈঠকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধানকে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করার আহ্বান জানান। তিনি এ'ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। বাংলারেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক। আমরা গত বারের আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনাদের সাথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য এসেছি।" তার এ-আহ্বানের প্রেক্ষিতে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের প্রধান শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা কিসের ভিত্তিতে আলোচনা ও রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত দাবীনামার বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি আরো বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখনও অস্বাভাবিক। এ বিষয়ে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রতি সংঘটিত দু'একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তাছাড়া বিবিসি থেকে প্রচারিত শক্তিপদ ত্রিপুরা ও দীপায়ন খীসার গ্রেপ্তারের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমার প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান বলেন, "আমরা কোন দাবীনামা নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমরা শুধু আপনাদেরকে নিতে এসেছি।" শক্তিপদ ত্রিপুরা ও দীপায়ন খীসার গ্রেপ্তারের কথা খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার অস্বীকার করলেও অন্যতম উপজাতীয় প্রতিনিধি শ্রী নবীন কুমার ত্রিপুরা স্বীকার করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা হয়েছে বলে জানান। শ্রী নবীন কুমার ত্রিপুরা শরণার্থী দলের শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরার ১৯৮১ সালের প্রত্যাবর্তক শরণার্থীদের চরম পরিনতি ও বাঙ্গালীদের ভূমি বেদখলের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা তার নিজস্ব ভূমি বেদখলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। বৈঠকের এক পর্যায়ে শ্রী সতীশ চন্দ্র চাকমা কিছু বলার জন্য দাঁড়ালে শরণার্থী প্রতিনিধিরা তার বক্তব্য শুনতে অস্বীকার করেন। এভাবে বাকবিতণ্ডার মাধ্যমে আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা শরণার্থীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নিকট এক স্মারক লিপি পেশ করলে বাংলাদেশ প্রতিনিধিবৃন্দ সেই স্মারক লিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এর ফলে মূলতঃ বৈঠকটি ভেঙ্গে যায়। শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা স্মারক লিপিটি দাঁড়িয়ে পড়ে শুনান। পরিশেষে কোন ফলপ্রসু সিদ্ধান্ত ছাড়া বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন, ডি, এম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, অমরপুর ও আগরতলার পুলিশ সুপারদ্বয়, বি, এস, এফ এর সহকারী পরিচালক, এবং অমরপুর ও সাব্রুম মহকুমা প্রশাসকদ্বয়। আর জুম্ম শরণার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা, শ্রী রণজিৎ নারায়ন ত্রিপুরা, শ্রী সুরেশ কান্তি চাকমা, শ্রী অক্ষয়মনি চাকমা, শ্রী অনিরুদ্ধ চাকমা, শ্রী রবীন্দ্র নাথ চাকমা শ্রী রামেন্দু বিকাশ চাকমা শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান, শ্রী প্রভাকর চাকমা শ্রী যুগান্ত চাকমা, শ্রী হেমন্ত প্রসাদ চাকমা ও শ্রী রবিমোহন চাকমা। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন, মোঃ শামসুল করিম, মোঃ আবদুল করিম, মেজর মোহম্মদ হাবিব মোঃ বাহায়ুদ্দিন মিঞা, এ, জে, এম হাফেজ, এন, ডি, সি, নাগড়াছড়ি ও আজিজুল হক, উপজাতীয় প্রতিনিধিরা হলেন শ্রী পদ্মুব কান্তি চাকমা, শ্রী বিবেকানন্দ চাকমা সতীশ চন্দ্র চাকমা বকুল চন্দ্র চাকমা, চিকন চান কারবারী, অনন্ত বিহারী খীসা, হংস ধ্বজ চাকমা, কংজরী মারমা নবীন কুমার ত্রিপুরা, ও মনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা।

নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

২য় পাতার পর

বেআইনী অনুপ্রবেশকারী ভোটার রয়েছে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক পরোক্ষ ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালিত হচ্ছে, তাই এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্ত ও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। আরো উল্লেখ করা হয় যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিতে ১৯৮১ সালে ত্রিপুরা ও ১৯৮৩ সালে মিজোরাম হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী উপজাতীয় শরনাথীরা চরম পরিনতির সম্মুখীন হয়েছিল।

নেতৃবৃন্দ তাদের বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করেন যে, নিম্নলিখিত দাবী-গুলির পূরণ সাপেক্ষে শরনাথীরা দেশে ফিরে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করতে খুবই উৎসুক।

১) শরনাথীদের সম্মান জনক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত বাংলাদেশ ও শরনাথীদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা।

২) শরনাথী দের স্বদেশ প্রত্যা-বর্তনের সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় নির্বাচন স্থগিত রাখা।

৩) তিনটি পার্বত্য জেলা পরি-ষদ বাতিল ও জেলা পরিষদ আইন রহিত করা।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ভারত বাংলাদেশ ও জন সংহতি সমিতির ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুসলিম অনুপ্রবেশ-কারীদের কর্তৃক যে সকল জুম্ম নিহত ও যাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের গ্যারান্টি দিতে হবে।

৬) বহিরাগত মুসলমানদের কর্তৃক বেদখলকৃত সকল কৃষি জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান।

৭) অনতিবিলম্বে বহিরাগত বাঙ্গালী মসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন ও জমি বেদখল বন্ধ করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া।

৮) পার্বত্য ছট্টগ্রামে জুম্ম হত্যা ও সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা।

৯) গুচ্ছ গ্রাম, বড় গ্রাম ও শান্তি গ্রামে জুম্মদের বলপূর্বক স্থানান্তর অচিরেই বন্ধ করা।

১০) জুম্মদেরকে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করন বন্ধ করা।

১১) ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যে চুক্তি সাক্ষরিত হবে তা জাতি সংঘের পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে কার্যকরী করা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর প্রদান কারী নেতৃবৃন্দ হলেন—

১] শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা প্রাক্তন সংসদ সদস্য (বাংলাদেশ) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি।

২] শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরা, সহ-সভাপতি, পাঃ চঃ জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতি।

৩] শ্রী প্রভাকর চাকমা সহ-সভাপতি—পাঃ চঃ জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতি।

৪] শ্রী জেদরা মগ, সহ-সভাপতি পাঃ চঃ জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতি।

৫] শ্রী রবীন্দ্রনাথ চাকমা, সদস্য পাঃ চঃ জুম্ম শরনার্থী কল্যাণ সমিতি।

৬] শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান, সদস্য —ঐ

৭] শ্রী হেমন্ত প্রসাদ চাকমা সদস্য—ঐ।

আগরতলা সফর

১ম পাতার পর

আশ্রম, দত্ত পুকুর কৃপাচরণ বাস ভবন, দিল্লীর জগজ্জোতি বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। এ ছাড়া তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সমাজ সেবক হিসেবে ১৯৭৬ সালে বিশ্ব বৌদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সংস্থার ধর্ম দূত কমিটির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আগরতলার বেনুবন বিহারে শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম শরনার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্তরিক ভাবে আলো-চনা করেন। পরদিন তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে আগরতলা ত্যাগ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ধরপাকর অব্যাহত

লোগাং (পানছড়ি) ৬ই ফেব্রুয়ারী—পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগে ধরপাকর ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। শান্তি রক্ষার নামে বিডিআর ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এ সব দমন মূলক কার্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পানছড়ি ক্যাম্প হতে

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

ধরাপাকর অব্যাহত

(৫ম পাতার পর)

ক্যাপ্টন শহিদ (৩৩ ই বি আর) এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা লোগাং গুচ্ছ গ্রামের তিনজন নিরীহ চাকমাকে গ্রেপ্তার করে নির্মম ভাবে মারপিট ও নির্যাতন করার পর খাগড়াছড়ি জেলে চালান দিয়েছে। তাদেরকে সেখানে এক হাটু জল, মাথার উপরে ও চারদিকে কাটা দেওয়া গর্তে আটকে রেখেছে। এরা হচ্ছে ১) শ্রী কনারাম চাকমা, পীং শ্রী সন্দারা কার্ব্বারী, ২) শ্রী সত্যবাণ চাকমা, পীং সুবল চন্দ্র চাকমা, ৩) শ্রী বীরকর্ণ চাকমা পীং শ্রী প্রদীপ চাকমা। এ রিপোর্ট নেয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় নি।

লোগাং (পানছড়ি) ১৪ই ফেব্রুয়ারী—

দুধুকছড়া ক্যাম্প হতে বিডিআর সদস্যরা গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী অপর দুইজন নিরীহ জুম্মকে গ্রেপ্তার করে অমানবিকভাবে নির্যাতন করেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, স্থানী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি, ি আর দের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের জের হি তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এদেরকেও স্থানীয় ক্যাম্পে অমান বিকভাবে নির্যাতন করার পর খাগ ড়াছড়িতে পাঠানো হয়েছে। ও হচ্ছে ১) শ্রী লক্ষীরাম চাকমা পীং নীলমণি চাকমা। ২) শ্রী বুদ্ধ কুম চাকমা পীং শ্রী শৈলেন্দ্র চাকমা এরা লোগাং গুচ্ছ গ্রামের বাসিন্দা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদেরে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

★

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ॥